গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৭.২০.০০২.১৭-১৯৩

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪২৪ / ৯ আগস্ট ২০১৭

বিষয়ঃ ০৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বিএমসি সভার কার্যবিবরণী-২ পাতা।
কর্মকর্তাগণের উপস্থিতির তালিকা-২ পাতা।

(ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৫১০০৭
E-mail: ds_budget@mofl.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর)।
২. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রশাসন/বাজেট), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/প্রাণিসম্পদ-২/ব্লু ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. যুগ্ম সচিব (বাজেট-৬), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (অ: দা:), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক (অ: দা:), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
১০. মহাপরিচালক (অ: দা:), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
১১. উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১২. উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপসচিব (বাজেট-২০ অধিশাখা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপসচিব (প্রশাসন-১ শাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৫. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।
১৬. উপ-প্রধান, বন, মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ উইং, কৃষি, পাণি সম্পদ ও পল্লী প্রতিস্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৭. উপ-প্রধান, কৃষি, শিল্প ও শক্তি এবং সমন্বয় উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৮. আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।
১৯. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
২০. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।

০৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫১০ ও ৫১২, ভবন নং-৬)
তারিখ	:	০৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

বিগত সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিতকরণ: সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর তিনি বিগত ১৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি সাপেক্ষে-এর উপর কমিটির সকল সদস্যগণের মতামত আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে কমিটির সকল সদস্য বর্ণিত কার্যবিবরণী পেয়েছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে কারো কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-১ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত ; সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। সভাকে তিনি অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ৫০টি কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচকের মান ৮০ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ২০ কর্মসম্পাদন সূচকের মান অর্জনের মান নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাক্রমে ৭৯.৯৭ এবং ১৯.৯ সূচকের মান অর্থাৎ ৯৯.৮৭ অর্জিত হয়েছে। উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিশেষজ্ঞ পুল কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মূল্যায়িত হয়েছে মর্মেও তিনি সভায় অবিহিত করেন। সভাপতি সূচকের এ মান অর্জনে বিশেষজ্ঞ পুল কমিটির কোন পর্যবেক্ষণ রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে জানতে চান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের এই অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সভার এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন করা হয়েছে । মৎস্য অধিদপ্তর কর্মসম্পাদন সূচকের মান কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৮০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ২০ অর্থৎ মোট ১০০ মান অর্জিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের এই শতভাগ অর্জনে সভায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। সভাপতি কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা বাস্তবায়নের প্রমাণক যাচাই করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বিএফডিসি কর্তৃক ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য বিপণন সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং রিপোর্টের প্রমাণকসমূহ যাচাই করা হয়েছে । তাছাড়া অন্যান্য অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের প্রমাণক যাচাই করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) সভায় উল্লেখ করেন । মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও প্রমাণক যাচাইপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায়ও ভূয়সী প্রশংসা করা হয় মর্মে অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) সভাকে জানান। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৭৯.৭০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ১৯.৪৭ অর্থৎ মোট ৯৯.১০ মান অর্জিত হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এই সফলতা অর্জনেও ধন্যবাদ জানানো হয়। তবে ভবিষ্যতে

শতভাগ অর্জনে সচেষ্ঠ থাকার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সভাপতি অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও আন্তরিকতার সাথে কর্ম সম্পাদন করবেন মর্মে সভাকে জানান।

অত:পর যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৮০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ১৭.৮০ অর্থৎ মোট ৯৭.৮০ মান অর্জিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি এ বিষয়ে অর্জন কিছু কম হওয়ায় মহাপরিচালক, বিএফআরআই কে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের আহবান জানান। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, বিএফআরআই যথাসময়ে 'চুক্তি স্বাক্ষর" শীর্ষক সূচকের অর্জন না হওয়ায় তাঁর সংস্থার অর্জন কিয়দংশ কম হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভার এ পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৭৮.৫৮ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৮.৯৬ অর্থৎ মোট ৮৭.৫৪ মান অর্জিত হয়েছে মর্মে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে জানান। প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাংখিত অর্জন না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মহাপরিচালককে ব্যাখ্যা প্রদানের আহবান জানান । এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, বিএলআরআই কতিপয় সূচকের বিপরীতে অর্জন দেরীতে হওয়ায় তা কাংখিত হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি এ বিষয়ে এখন থেকে যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মহাপরিচালককে অনুরোধ জানান। তাছাড়া সভাপতি এ সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সভায় মনিটরিং করার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর অনুকূলে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৬৫ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ১৭.৩৩ অর্থৎ মোট ৮২.৩৩ মান অর্জিত হয়েছে বলে সভাকে জানান। সভাপতি এ ক্ষেত্রেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিএফডিসি এর চেয়ারম্যানের বক্তব্য আহবান করেন। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাকে জানান যে, দুটি বিষয়ে যান্ত্রিক কিছু ত্রুটির জন্য তাঁর সংস্থার শতভাগ অর্জন ব্যাহত হয়েছে । তবে চলতি অর্থ বছরে এ অর্জন শতভাগ হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেরিন ফিসারিজ একাডেমি কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৬৫ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ১৪ অর্থৎ মোট ৭৯ মান অর্জিত হয়েছে মর্মে সভাকে জানান হয়। । সভাপতি এ ক্ষেত্রে মেরিন ফিসারিজ একাডেমী এর অধ্যক্ষের নিকট অর্জন কম হওয়ার বিষয়ে বক্তব্য আহবান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ, মেরিন ফিসারিজ একাডেমী জানান তাঁর একাডেমীর অনুকূলে 'বিদেশী ক্যাডেট ভর্তি' শীর্ষক সূচকের বিপরীতে কোন অর্জন হয়নি। সভাপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করে পরবর্তীতে এ ধরণের সূচক নির্ধারণের বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। সভার এ অংশে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ৮০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ১৩.৬৭ অর্থাৎ মোট ৯৩.৬৭ মান অর্জিত হয়েছে মর্মে সভাকে জানান হয়। এ প্রেক্ষিতে ভেটেরিনারি কাউন্সিল এর প্রতিনিধির বক্তব্য আহবান করা হলে সভায় আগত প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, তাদেঁর কাউন্সিলের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রনোদনা প্রদান শীর্ষক সূচকে কোন ধরণের বরাদ্দ প্রদান করা হয় না বিধায় এই সূচকে তাঁরা কোন অর্জন দেখাতে পারে না বিধায় তাঁর সংস্থা কর্তৃক শতভাগ অর্জন সম্ভব হয়না বা হবে না। প্রদত্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মত সরকারের পক্ষ থেকে থোক বরাদ্দ দ্বারা পরিচালিত সংস্থার কর্মকর্তাদের দেশেই প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক প্রণোদনা প্রবর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত চাওয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার সাথে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

১.১। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

১.২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়;

১.৩। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মত সরকারের পক্ষ থেকে থোক বরাদ্দ দ্বারা পরিচালিত সংস্থার কর্মকর্তাদের দেশেই প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক প্রণোদনা প্রবর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ অনুমোদনঃ সভার দ্বিতীয় আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১৯২৯০৯.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তি, অনুন্নয়ন ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৬০৮৩.৬৮ লক্ষ, ৯১৪৩৪.০০ লক্ষ এবং ১০১৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ৪ কোয়ার্টারে বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বাৎসরিক ৪ কোয়ার্টার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সভাপতি উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর সভায় আগত প্রতিনিধিদের বক্তব্য/মতামত আহ্বান করেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধান/প্রতিনিধি তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী উপস্থাপিত প্রতিবেদন সঠিক রয়েছে বলে মতামত দেন।

সভার এ পর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বিএফডিসি এর মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২ কোর্য়াটারে বিভাজন দেখানো হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। তাঁর মতে বরাদ্দকৃত অর্থ ৪ কোয়ার্টারে ছাড় করার পরামর্শ প্রদান করেন। বর্ণিত আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট-৬) বিভাজনকৃত অর্থ ছাড়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে বাৎসরিক বাজেটকে সময়োপযোগী করে বিভাজন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বহুল প্রচলিত ৪ কোয়ার্টারে বিভাজনকৃত অর্থকে প্রকল্পের কাজের সাথে সামঞ্জস্য ও যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভাজন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থাৎ যে কোয়ার্টারে ঠিক যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে অনুযায়ী বাজেট বিভাজন করা হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন আরো সহজতর হবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা করার সময় কোন কোন খাতে কত টাকা প্রয়োজন তা নির্ধারণপূর্বক বাস্তবতার নিরিখে কার্যকর বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন করার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

২.১। অর্থ বিভাগের প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.০ বিবিধ আলোচনা:

সভার বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য) সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ থেকে আগত প্রতিনিধিদের বাজেট বিষয়ভুক্ত ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদানে কালক্ষেপনের বিষয়টি তুলে ধরেন। সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহের/রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবল নিয়োগ এবং নিয়োগ প্রদানের নিমিত্ত স্কেল ভেটিং এর মতো সাধারণ বিষয়েও অর্থ বিভাগের অযাচিত সময়ক্ষেপনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান। এ প্রসংগে, যুগ্ম-সচিব(বাজেট-৬) এবং উপ-সচিব(বাজেট-২০) প্রায় একই বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁরা সমস্বরে জানান যে, বাজেট সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তাঁরা অগ্রাধিকারভিত্তিতেই সম্পন্ন করে থাকেন। অনুবিভাগ আলাদা আলাদা হওয়ায় সে সমস্ত বিষয়ে তাদেঁর হস্তক্ষেপ সম্ভবপর হয়না । তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে তাঁরা দ্রুততার সাথে অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পন্ন করার অনুরোধ জানাবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

সভার এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, জেলেদের নিবন্ধনের জন্য " জেলে নিবন্ধন" নামীয় কোডের অনুকূলে ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা যৎসামান্য । তাছাড়া 'মাছের অভয়াশ্রম মেরামত ও সংস্কার নামীয় অপর আরেকটি কোড সৃজন করা সত্ত্বেও তার বিপরীতে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি অর্থ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব(বাজেট-৬) সংশোধিত বাজেটে এই কোডের অনুকূলে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত:

৩.১ সংশোধিত বাজেটে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুকূলে সৃজিত 'মাছের অভয়াশ্রম মেরামত ও সংস্কার" নামীয় কোডের অনুকূলে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত;

৪.০। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৯/০৮/২০১৭ খ্রি:
মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব
ও
সভাপতি, বিএমসি কমিটি।